শিক্ষা - 22

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 OCT 2007
পৃঃ ৩ কলাম ৫

কমিটির দুই সদস্য কারাবন্দি

ঢাবির ভুয়া ভর্তি চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম থমকে গেছে

সাইদুর রহমান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম থমকে গেছে। ভুয়া ভর্তি সনাক্তকরণে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির দুই সদস্য কারাবন্দী থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটগুলোর পরিচালকরা এ কার্যক্রমে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর কর্তৃপক্ষ প্রো-ভিসিকে প্রধান করে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করতে কমিটির পরিধি বৃদ্ধি করে ১১ সদস্যে রূপ দেয়া হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দার, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবদুর রশীদ, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ফরিদউদ্দীন আহমেদ, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. রহমত উল্লাহ, সহকারী প্রক্টর সিদ্দিকুর রহমান ও উপ-রেজিস্ট্রার মনিরুজ্জামান। এর মধ্যে অধ্যাপক সদরুল আমিন ও অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন। দু' সদস্যর অনুপস্থিতিতে তথ্যানুসন্ধান কমিটির কোন সভা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে কর্তৃপক্ষ দুই অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিনদের কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানা গেছে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি দীর্ঘ ১০ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ১৮২ জন শিক্ষার্থীকে ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ১৬৭ জনের ছাত্রত্ব সিন্ডিকেটে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৮৯ জন, লোক প্রশাসন বিভাগে ৪৬ জন, অর্থনীতি বিভাগে ২৪ জন, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ জন, ব্যবস্থাপনায় ১ জন, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিভাগে ১ জন এবং রসায়নে ১ জন রয়েছে। এছাড়াও ১৫ শিক্ষার্থীকে কমিটি শোকজ করেছে। ভুয়া ভর্তির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫ জন কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রায় দীর্ঘ দুই মাস তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ বন্ধ রয়েছে। ভুয়া ভর্তির মূল সিন্ডিকেটকে এখনো সনাক্ত করতে পারেনি কমিটি। এদিকে কমিটির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভুয়া শিক্ষার্থীরা নানাভাবে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৭ জন শিক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিতকরণের কাজে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে কমিটির এক সদস্য জানান। এছাড়াও কমিটির কয়েকজন সদস্যের অসহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ ঝিমিয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, কিছু বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র গরমিল পাওয়া গেছে। তথ্য সংগ্রহ হলে তদন্ত হবে।